শরৎচন্দ্র ও অসমীয়া উপন্যাস : বিশশতকের প্রথমার্দ্ধ

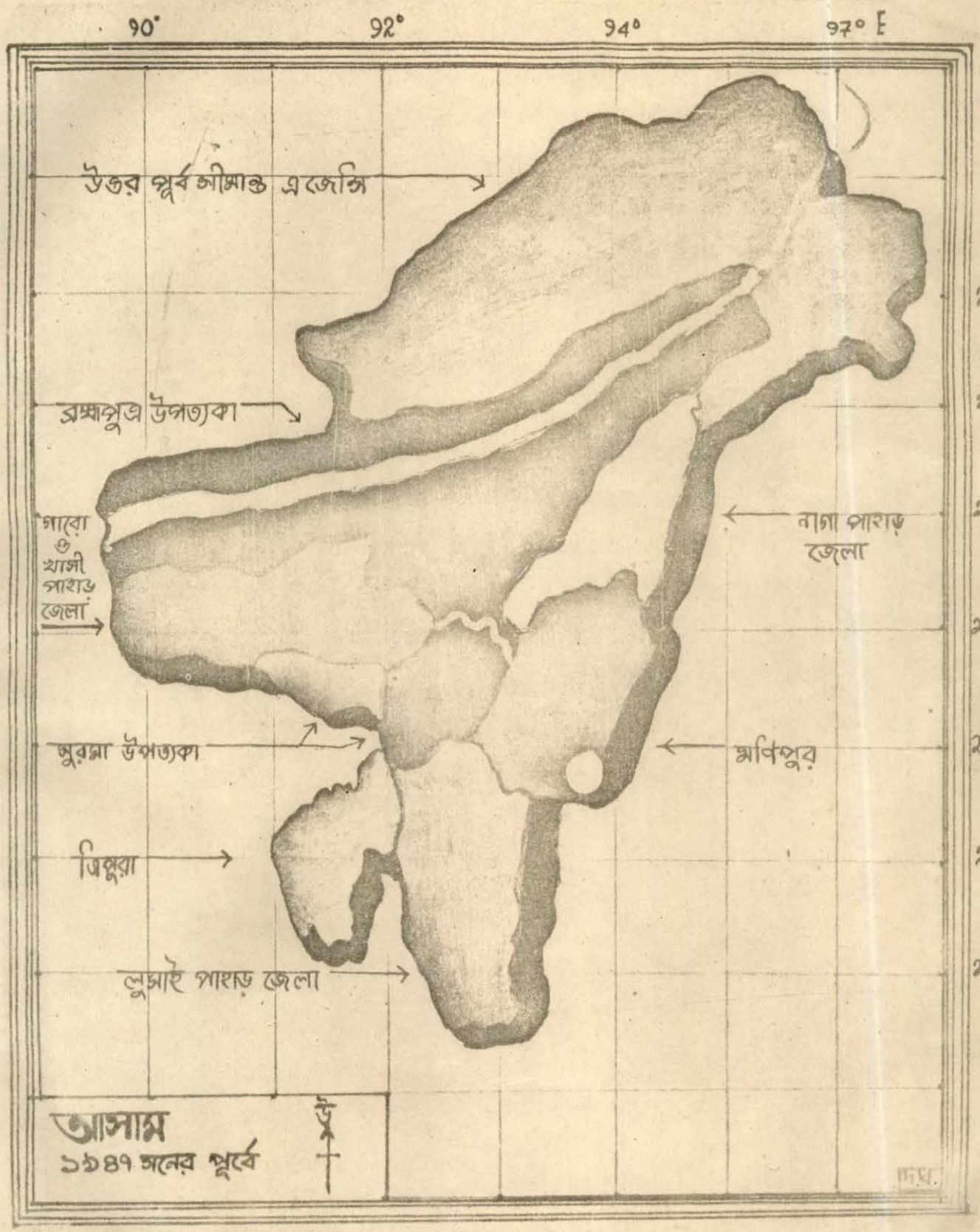
90°
92°
94°
97° E
28°
28°N
27°
26°
25°
24°
23°
22°
21°
উত্তর পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা
গারো ও খাসী পাহাড় জেলা
নাগা পাহাড় জেলা
সুরমা উপত্যকা
মণিপুর
ত্রিপুরা
লুসাই পাহাড় জেলা
আসাম
১৯৪৭ সনের পূর্বে
উ

## শরৎচন্দ্র ও অসমীয়া উপন্যাস ।। বিশ শতকের প্রথমার্ধ

ভারতীয় সাহিত্যের পরম্পরা অত্যন্ত প্রাচীন হলেও উপন্যাস বলতে যা বোঝায় তেমন কোনো রচনা ভারতীয় সাহিত্যে ছিল না । আধুনিক ভারতীয় উপন্যাস সাহিত্যের মধ্যে প্রথমত: বাংলা উপন্যাসের কথাই এসে পড়ে । প্রকৃত পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, বিশেষত: বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ভারতের অন্যান্য ভাষার উপন্যাস সৃষ্টিতে প্রেরণা ও আদর্শ যুগিয়েছিল । বাংলা দেশ এবং বাঙ্গালীই ভারতে প্রথম দেশ ও জাতি হিসেবে ইংরেজের সংস্পর্শে আসে । ফলে, ইংরেজী সাহিত্যের রসাস্বাদন করার সুযোগ অন্যান্য রাজ্যগুলির চেয়ে আগে পায় বাঙ্গালীরা ।

দ্বিতীয়ত: কোলকাতা ক্রমে মহানগরীতে ও ভারতের রাজধানীতে পরিণত হয় এবং ব্যবসায়- বাণিজ্যের ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের প্রধান কেন্দ্রস্থান হয়ে পড়ায় উপন্যাস রচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় । নগর - কেন্দ্রিক সমাজ, ব্যবসায়ী এবং চাকুরিজীবী সমাবেশ জমিদার-সওদাগর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রসার ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্ভব, ছাপাখানা এবং সংবাদপত্রের প্রচলনের ক্ষেত্রে কোলকাতা মহানগরী প্রধান অংশ গ্রহণ করে । ফলে, এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রিত পরিবেশে বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি হয় ।

পক্ষান্তরে, অসমীয়া সাহিত্যে উপন্যাসের অঙ্কুরোদ্গম হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ॥ প্রকৃতপক্ষে যে পরিবেশ ও পটভূমি উপন্যাস সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন আসামে সেই পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে[১]। আসামে বিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্ন পর্যন্ত নগর সভ্যতার জন্ম হয়নি, যা হয়ে গিয়েছিল পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে । ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আসামে কোনো শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেনি, ফলে অসমীয়া সমাজে ব্যক্তিসত্তার স্ফুরণ ঘটেনি, ব্যবসায়ী বা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজও তখন আসামে রূপ পরিগ্রহ করেনি । "মধ্যযুগীয় সামাজিক গঠন তখনও পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত ছিল আসামে ।"[২] শিবসাগর ও গৌহাটী তখন নামে মাত্র শহর ছিল । মোদ্দা কথা : যে পরিবেশে ১৮৬৫ সনে 'দুর্গেশনন্দিনী'র আবির্ভাব বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের দৃঢ় পদক্ষেপের সূচনা করেছিল, অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যের সেই পদক্ষেপ চিহ্নিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে —'ভানুমতী' , 'লাহরী', 'মিরি জীয়রী' ইত্যাদি উপন্যাস সৃষ্টির মাধ্যমে ।

অসমীয়া উপন্যাসের বিলম্ব — সৃষ্টির কারণগুলো আলোচনা করা যেতে পারে। আসাম ইংরেজ শাসনের অধীনে আসে ১৮২৬ সনে। উল্লেখযোগ্য যে, ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যের যে ভাবে, আধুনিক যুগের প্রথম দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবল প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, অসমীয়া ভাষাকেও একই ভাবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়েছিল[৩]। ফলে, অসমীয়া ভাষার ক্ষেত্রে প্রায় চল্লিশ বৎসর বাংলা ভাষা, শিক্ষালয় ও আদালতে চালু থাকায় অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের গতি রুদ্ধ হয়েছিল[৪]। বাংলা ভাষার এই অপ্রতিহত প্রভাবের জন্য স্বাভাবিক কারণেই অসমীয়ারা বাংলা ভাষার মাধ্যমে লেখা পড়া শিখেন ও উন্নত বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। সেকালের শিক্ষিত অসমীয়ারা কোলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবেশে অভিস্নাত ছিলেন[৫]। বলতে গেলে আজও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোলকাতা শিক্ষিত অসমীয়াদের কৃষ্টি রুচি ব্যবসায় বাণিজ্যের অন্যতম পীঠস্থান। "ঊনবিংশ শতিকার বঙ্গদেশর জাতীয় জাগরণে ভারতরো জাতীয় জাগরণর সূত্রপাত করে। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২ - ১৮৩৩) এটা বিশ্বজনীন ধর্মর কথা চিন্তা করি বেদান্তর মতবাদক ভিত্তি করি ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। প্রায় সমসাময়িক ফরাচী রাষ্ট্রবিপ্লবর মূলত মানুহ মাত্ররে যি স্বাধিকারবাদ — রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচারর পরা মুক্তিলাভর যি আকাঙ্ক্ষা প্রবল হৈছিল, রামমোহন রায়র চেষ্টার মূলতো তেনে এটা সুকীয়া বান্ধোনরপরা মানুহক মুক্তি দিয়ার আকাঙ্ক্ষা আছিল। এয়ে সেই যুগর প্রথম বিদ্রোহ ঘোষনা। ইয়ার পিচতে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরর (১৮২০ - ৯১) যুগপ্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রাই প্রকাশ পায়। মানুহর মনুষ্যত্ববোধ শিক্ষাজাগ্রত করাই তেওর একমাত্র সাধনা। একালে লোকহিতব্রত আনকালে বিস্তার, একালে সমাজ - সংস্কার আরু আনকালে ভাষা আরু সাহিত্যর পথ নির্মাণ — এই দুয়োর মূলত আছিল মানুহর মনুষ্যত্ব উদ্বোধন। রামমোহর মানুহর আধিভৌতিক হিতসাধন আরু বিদ্যাসাগরর প্রেম আরু কর্মর প্রেরনাও নব - যুগর নতুন প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ হৈ উঠিল। স্বামী বিবেকানন্দই (১৮৬৩ - ১৯০২) হিন্দু ধর্মর পুনরুত্থান আন্দোলন সরবরহী করি তোলে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেও (১৮৬১ - ১৯৪১) ভাব-সাধনার ক্ষেত্রত মানবতার বিশ্বজনীন আদর্শ স্থাপন করিলে। এয়ে হ'ল বঙ্গর নবজাগরন।

"সেই সময়ত কলিকতা (১৯১১ চনত দিল্লী ভারতর রাজধানী হয় : পাদটীকা) ভারতর রাজধানী আছিল। সেই মহানগরীত নবজাগরনর ঢৌর যি খলকনি উঠে, সেয়ে কলিকতার কলেজত পঢ়া অসমীয়া ছাত্রসকলক দেশর উন্নতির হকে কাম করিবনৈ প্রেরনা দিয়ে।"[৬]

গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের পূর্ব পর্যন্ত (১৯৪৮) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বৌদ্ধিক অসমীয়া ও চিন্তাশীল মধ্যবিত্ত অসমীয়াদের বারানসী। শিক্ষিত অসমীয়া সাহিত্য-প্রেমী আজও ইংরেজী, বিশেষত: বাংলা উপন্যাসের দ্বারা সাহিত্য পিপাসা মেটান। বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, বিমল মিত্র, তারাশঙ্কর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় এর উপন্যাস অসমীয়া পাঠক শ্রেণীকে আজও আকর্ষণ করে। বাংলার এই উপন্যাস-রাজির তুলনায় অসমীয়া সামাজিক উপন্যাস বেশ অনগ্রসর। কেবল ঔপন্যাসিক রজনীকান্ত বরদলৈকে বাদ দিলে অন্যান্য ঔপন্যাসিকের শিল্প চাতুর্য এবং শিল্প সৌন্দর্যেরও অভাব ছিল। [৭] "বঙালী ভাষার কবলর পরা অসমীয়া ভাষাক উদ্ধার করিবলৈ তেওঁলোকে অহোপুরুষার্থ করা কালতো বঙালী ভাষা সাহিত্যর প্রতি তেওঁলোকে আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করিছিল [ তেওঁলোক – হেম চন্দ্র বরুয়া, আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, প্রমুখ খ্যাতিনামা ব্যক্তিগণ ]। ঢেকিয়াল ফুকনে বঙ্গলীত আইন বিষয়ক আরু আন কিতাপ রচনা করিছিল। রজনী বরদলৈয়ে অসমীয়া উপন্যাসর আদি বান্ধিবর সময়তে বঙ্কিমচন্দ্রর ওপরও দীঘল রচনা লেখি খনস্বীকার করিছিল। বেজবরুয়ার যুদ্ধং দেহি মনোভাবে আমার পরা তেওঁর ওপরত রবী-দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির প্রভাব অস্পষ্ট করি রাখিছে। তেওঁলোকর এই মনোভাব গর্হিত তো নহয়েই, বরং সি তেওঁলোকর প্রতিভার বিকাশর অন্যতম আই প্রেরণা আছিল। যেনেকৈ য়ুরোপর প্রভাবে তেওঁলোকর আগতে বংগদেশর মনীষা আরু কবিপ্রতিভা অংকুরিত করিছিল।" [৮] তা ছাড়া উচ্চ সাহিত্যের বা উচ্চ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে একটা পরম্পরার প্রয়োজন সে পরম্পরা অসমীয়া সাহিত্যে তখন পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। [৯]

অসমীয়া পাঠক ও কথাশিল্পিদের মনে শরৎচন্দ্রর শিল্পসত্তা প্রভাবের ক্রম বিকাশের অন্যতম প্রধান কারণ– অসমীয়া ও বাঙ্গালী সামাজিক জীবন ধারায় ও জীবন - চর্চায় মূলত: কোনো প্রভেদ নেই। যদিও বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির জীবনধারার কিছু উপাদান সর্বজনীন, কিন্তু ব্যক্তির আশা আকাঙ্ক্ষা, কর্ম প্রচেষ্টা, ধর্মশাস্ত্রের বিধি-নিষেধ, বর্ণ প্রথার প্রাচীর - বন্ধন, সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও অনুশাসন এবং পরম্পরাগত রীতিনীতি বাঙ্গালী ও অসমীয়া সমাজের মধ্যে মিলই অনেক বেশি, প্রায় একই। সুতরাং তুলনামূলক ভাবে উচ্চমান সম্পন্ন বাংলা উপন্যাসে, বিশে ভাবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে, অসমীয়া শিক্ষিত সমাজ, নিজেদের সমাজেরই প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। অত্যন্ত কাছাকাছি দু'টি ভাষার মধ্যে একটি অধিক উন্নত ভাষার প্রাবল্য এবং ঐ ভাষা-দুয়ের দুটি সমাজের (বাঙ্গালী-অসমীয়া) অত্যন্ত সাযুজ্যেই শরৎচন্দ্রের মত শিল্পীর সৃষ্টি-প্রবাহ অসমীয়া জীবন ও শিল্প-চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ।

সেকালের অসমীয়া কথাশিল্পিদের ভাবনায় অতি সহজে প্রবেশ করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । হরেশ্বর শর্মা বরুয়ার 'কুসুম কুমারী' (১৯০৫), নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্যর 'চন্দ্রপ্রভা' (১৯০৮), চিন্তাহরণ পাটগিরির 'সংসার চিত্র' (১৯২১), দম্ভীধর সনোয়ালের 'চপলা' (১৯২২), পন্ডিত ভবদেব ভাগবতীর 'লীলা' (১৯২৪), কমলেশ্বর চলিহার 'প্রিয়া', স্নেহলতা বরুয়ার 'বীনা' (১৯২৬) ও বেমেজালি (১৯৩৫), চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানীর 'পিতৃভিঠা' (১৯৩৭), এই সমস্ত সমাজ সংস্কার নিরপেক্ষ সহজ উপন্যাসগুলিতে ও লক্ষীধর শর্মা ও অন্যান্য ছোট গল্পকারদের গল্পগুলিতে শরৎচন্দ্রের প্রভাব সহজেই লক্ষনীয় । কেবল তাই নয় সমাজ সমালোচনাধর্মী অসমীয়া উপন্যাস গুলিতেও শরৎ-সৃষ্টি-কলার প্রভাব স্পষ্ট । বিশেষত: অসমীয়া ঔপন্যাসিক দৈবচন্দ্র তালুকদার ও দম্ভিনাথ কলিতার উপন্যাসগুলিতে এই প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট । এই সময়টি (১৯২০ - ১৯৪০) ছিল জাতীয় জাগরনের ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় । শরৎচন্দ্রের সমাজ সংস্কারমূলক উপন্যাসগুলি এই সময় অসমীয়া ঔপন্যাসিকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । ঔপন্যাসিক তালুকদার ও কলিতা, তাঁদের উপন্যাসের মাধ্যমে শরৎচন্দ্রের মতোই সমাজের আবর্জনার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন এবং সংস্কার ও উন্নতির পরিকল্পনাও কাহিনীর মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াস পান । শরৎচন্দ্রের রচনার মতো দম্ভিনাথ ও দৈবচন্দ্রের রচনায়ও সামাজিক শ্রেণী বা স্তর বিশেষের ভন্ডামী ব্যভিচার ও দুর্নীতির চিত্র প্রচুর । এই ঔপন্যাসিকদের চরিত্র চিত্রণ বা চরিত্র সৃষ্টিও শরৎ শিল্প চিন্তার [redacted] সমজাবাপন্ন।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগের ঔপন্যাসিক দীননাথ শর্মা , বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া, সৈয়দ আব্দুল মালিক, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, মনোজগৎ ও শরৎ সৃষ্টিবৃত্তকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গিছে নানা ভাবে । দরদী মনের দর্পনে সমাজের নর-নারীর বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিব্যক্তি আচার নীতি, জীবনধারা ও সমস্যা বিশ্লেষণ করে অসমীয়া উপন্যাস কলাকে সৌন্দর্যের নতুন পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করেছেন এই শিল্পিসমাজ শরৎসৃষ্টিবৃত্তকে স্পর্শ করেই । এই স্পর্শন অনুপ্রেরণা আসামের শিক্ষিত সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে এবং সাহিত্যের রূপকারদের মনের গভীরে মিলে গিয়ে অসমীয়া ঔপন্যাসিকদের মনকে নতুন ভাবে গড়ে তুলে সৃষ্টির প্রেরণা দিতে পেরেছে । বর্তমান যুগের অসমীয়া কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের প্রভাব অসমীয়া ঔপন্যাসিকদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুকরণ থেকে ক্রমশ: স্বীকরণের ( assimilation / absorption ) পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে । আবার ব্যতিক্রমও যে নেই তা' নয় ।

শরৎচন্দ্র ও সমকালীন অসমীয়া ঔপন্যাসিক বা কাহিনী শিল্পীদের মধ্যে মানসিক-চরিত্রের গতিধারা সমধর্মা প্রবাহে বহমান । পার্থক্য প্রকটিত গুণগত বিচারে, পার্থক্য প্রতিভাগত । দণ্ডিনাথ কলিতা ও দেবচন্দ্র তালুকদার অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যে প্রথম সার্থক সমাজ সচেতন ও সমাজ সমালোচনামূলক বিশ্লেষনাত্মক উপন্যাস সৃষ্টি করেন । অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যে তাঁদের সৃষ্টিশীল কাল ১৯২০ - ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ হলেও তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি ঐ সময়-সীমা অতিক্রম করে বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধেও অনুপ্রবিষ্ট । দণ্ডিনাথ ও দেবচন্দ্র, অসমীয়া সাহিত্যে 'জোনাকী যুগে'র অন্তর্গত সাহিত্যিক ।

যেহেতু বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার পরিসীমা (১৯০০ - ১৯৫০ খৃঃ অঃ) ও বিষয়বস্তু সামাজিক উপন্যাস , যেহেতু সংশ্লিষ্ট কালের ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনা সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে ।

## নির্দেশিকা


১। ড· সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা : অসমীয়া উপন্যাসের ভূমিকা ; ১ম সংস্করণ, ১৯৬৫ ইং, পৃ: ২১ ।

২। তদেব, পৃ: ৩১

৩।ক) Mills Report - 1854,

খ) Dr. S.K.Chatterjee : Language and Literature of Modern India. Prakash Bhavan, Calcutta, First Impression, April,1963, P. 198-199.

৪।ক) Nathan Brown - Grammatical notes on the Assamese Language, (Preface), ed.3, 1893, p.introduction IX.

খ) যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী :'জগন্নাথ বরুয়া', অসম সাহিত্য সভা, পৃ: ৩ ।

গ) গুনাভিরাম বরুয়া : আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনর জীবন চরিত্র, পৃ: ৬২ ।

ঘ) B.Kakati, 'Assamese : Its Formation and Development',pp-5.ff.

৫।ক) বেনুধর শর্মা :' অর্ঘাবলী' গ্রন্থ ।

খ) যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী :'জগন্নাথ বরুয়া' - পৃ: ৪ ।

৬। যতীন্দ্রনাথ গোস্বামী :'জগন্নাথ বরুয়া', 'অসম সাহিত্য সভা, ১৯৭৬, যোরহাট, অসম, পৃ: ৪ ।

৭। ড: সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা :'অসমীয়া উপন্যাসের ভূমিকা', প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৫, পৃ·১৪-১৫

৮। ড· হীরেণ গোঁহাঁই : সাহিত্য আরু চেতনা', ১ম প্রকাশ, ১৯৭৬, পৃ: ১৪ ।

৯। Dr. Maheswar Neog : Lakshminath Bezbarua.